তারিখ 23 FEB 1999
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

67

শিক্ষাঙ্গনে

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীনিয়াত শিক্ষা

সাবেক আমল থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত দীনিয়াত বাধ্যতামূলক রয়েছে। দীনিয়াত ধর্মের দিক দিয়ে অবশ্য পঠনীয় বিষয় গণ্য করে উপরের স্তরসমূহেও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ দেশের ৮৫ ভাগ লোক মুসলমান। এ হিসেবে মুসলমানদের তাহ্জীব ও তমদ্দুন বিকাশের ক্ষেত্রে দীনিয়াত শিক্ষা যে অপরিহার্য একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীনিয়াত শিক্ষার হাল দেখলে আক্ষেপ করতে হয়। দেখা যায় যে, পল্লীর ৯৫ ভাগ বিদ্যালয়ে মোটেই দীনিয়াত শিক্ষা দেয়া হয় না। দীনিয়াত শিক্ষকের অভাবই এর কারণ। তাই, বিষয়টি বাধ্যতামূলক হলেও পরীক্ষার সাথে ছাত্র-ছাত্রীরা বই খুলে উত্তর লিখে থাকে। এই যদি অবস্থা হয়, তবে এ বিষয়টি বাধ্যতামূলক করার স্বার্থকতা কি? মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীরা মক্তবে দীনিয়াত পড়ে থাকলেও উক্ত পড়ায় কোন ফল হয় না। কয়েকটি সূরা ও কেউ কেউ কোরআন শরীফ পড়লেও শুদ্ধরূপে পড়তে পারে না। তাই দেখা যায়, মক্তব বিদ্যালয় এ দু'টি বই দীনিয়াত শিক্ষা দেয়ার সঠিক ব্যবস্থা নেই। অথচ মক্তবে দেশের পল্লীর ৯৯ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী কোরআন পড়ার জন্য হাজির হয়। মক্তবেও শিক্ষক স্বল্পতা লেগে রয়েছে। তাই ছাত্র-ছাত্রীরা মক্তবে গেলেও নামাজের আহ্কাম ও আরকান শিখতে পারে না। ফলে তারা মক্তব শেষ করে নামাজ পড়তে চায় না।

যে কারণে বিদ্যালয়সমূহে দীনিয়াত পড়া হয় না— সেটা হচ্ছে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক স্বল্পতা। দেশের প্রায় বিদ্যালয়ই ২/১ জনের বেশী শিক্ষক নেই। তাই তারা অন্যান্য বিষয় নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

এখন আমাদের কথা হচ্ছে, দীনিয়াতকে সঠিকভাবে পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হলে প্রতিটি বিদ্যালয়ে কমপক্ষে একজন আলীম পাস নিয়োগ করা উচিত। তাহলে উক্ত শিক্ষক তিনটি শ্রেণীতে দীনিয়াত পাঠ দানসহ অন্যান্য বিষয়েও পাঠদান করতে পারবেন।

ইসলাম রাষ্ট্র ধর্ম। তাই ইসলামকে বুঝতে হলে ইসলামী ধ্যান-ধারণা গড়ে তুলতে হবে। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এমনিভাবে দীনিয়াত শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন যে, বিদ্যালয় শিক্ষা শেষ করে যেন তারা নামাজ পড়া সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে। নামাজ হচ্ছে, 'ইসলামের সুষমা, ইসলামের সার'। কিন্তু, ছাত্র-ছাত্রীরা বেশ লেখাপড়া করেও নামাজ ও কোরআন পড়তে চায় না, দ্বীনি শিক্ষার অভাবে। তাই শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নয়, অন্যান্য উঁচু স্তরে দীনিয়াত সঠিকভাবে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে। অন্যথায় নামকাওয়াস্তে চালু রেখে এতে কোন ফল হবে না।

দেশে যেসব ইবতেদায়ী মাদ্রাসা চালু আছে ওগুলোতে দীনিয়াত শিক্ষা ভালভাবেই হচ্ছে। তবে দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের ওগুলোর প্রতি আকর্ষণ নেই।

আমাদের মতে, যেখানে ইবতেদায়ী মাদ্রাসা চালু আছে, সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকাই সমীচীন। তবে, হিন্দু এলাকা থাকলে তাদেরকে ইসলামী বিষয় বাদ দিয়ে অন্যান্য বিষয় পড়ার সুযোগ দান করা উচিত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আপাতত দীনিয়াত শিক্ষক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে মক্তব বা মসজিদের ইমামকে খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ করা হলে তারা ভালভাবে বিদ্যালয়সমূহে দীনিয়াত শিক্ষা দিতে পারবেন। কারণ মসজিদ ও মক্তবে যোগ্য ইমাম ও শিক্ষক রয়েছে। দেশের প্রতি গ্রামেই মক্তব ও মসজিদ রয়েছে। এ হিসেবে তাদেরকে সাময়িকভাবে নিয়োগ করলে এ অব্যবস্থার অবসান হতে পারে।

মোটকথা, প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ করে উক্ত বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা করলেই দীনিয়াত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হবে বলে আমরা মনে করি। —এম. এ. রশীদ